অলঙ্কার

কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য তাকে যার দ্বারা সজ্জিত করা হয়, তাকে কাব্যের অলঙ্কার বলে। অলঙ্কার প্রধানত দু' প্রকার---

ক) **শব্দালংকার** --- শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তাদের শব্দালংকার বলে। শব্দালংকারের বৈশিষ্ট্য ---

ক) শব্দালংকার কাব্যের বাইরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে।

খ) শব্দালংকারের একমাত্র উপাদান ধ্বনি।

গ) এখানে ব্যবহৃত ধ্বনি চাররকম। শব্দ ধ্বনি, বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি ও বাক্যধ্বনি।

ঘ) শব্দালংকার কাব্যের অন্তর সৌন্দর্যকে প্রকাশ না-ও করতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার আবেদন কানের কাছে। তবে মাঝে মাঝে তা মনকেও ছুঁয়ে যায়। যেমন---

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।"

----- এখানে কাব্যপংক্তি শ্রবণের স্তর পেরিয়ে অন্তরকে স্পর্শ করেছে।

ঙ) শব্দালংকারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য --- শব্দ বদলে দিলে তার কাব্য-সৌন্দর্য থাকে না, তখন তাকে আর শব্দালংকার বলা যায় না। যেমন---

"সোনার হাতে সোনার চুড়ী কে কার অলঙ্কার। "----

RITA DEY

---- এখানে 'সোনা' শব্দটি দুবার বসে দু'রকম অর্থ করেছে, তাই এটি শব্দালংকার (যমক)। কিন্তু 'সোনার হাতে' না বলে 'ফর্সা হাতে' বলা হয়, তবে আর শব্দালংকার থাকে না। শব্দালংকারের প্রকারভেদ ---- শব্দালংকার পাঁচ প্রকার---

ক) শ্লেষ খ) যমক গ) অনুপ্রাস ঘ) বক্রোক্তি ঙ) পুনরুক্ত-বদাভাস

উদাহরণ সহ সংজ্ঞা লেখো---

ক) **শ্লেষ** --- একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বুঝালে শ্লেষ অলংকার হয়। যেমন----

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?"

---- এখানে ঈশ্বর গুপ্ত- ভগবান গুপ্ত ; প্রভাকর- সূর্য

ঈশ্বর গুপ্ত- কবি ঈশ্বর গুপ্ত ; প্রভাকর- পত্রিকা । এখানে ঈশ্বর গুপ্ত, প্রভাকর-- এই শব্দ গুলি একবার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে --- তাই এটি শ্লেষ অলংকার।

খ) **যমক** – একই শব্দ একই স্বরধ্বনিশুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হলে যমক অলংকার হয়। যেমন----"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে"----

ভারত- কবি ভারতচন্দ্র ; ভারত- আমাদের দেশ। --- এখানে একই শব্দ একাধিক বার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে --- তাই এটি যমক অলংকার।

	শ্লেষ	**যমক**

RITA DEY

১	শব্দালংকার	শব্দালংকার
২	একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়।	একই শব্দ একাধিক বার ব্যবহৃত হয়।
৩	অর্থ ভিন্ন হয়।	অর্থ ভিন্ন হয়।

গ) **অনুপ্রাস**—একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনঃপুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। যেমন-

"হায়রে হৃদয়

তোমার সঞ্চয়

দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

---- এখানে 'দিনান্তে', 'নিশান্তে' ও 'পথপ্রান্তে'---- এই তিনটি শব্দে 'আন্তে' ধ্বনিগুচ্ছের বারবার বিন্যাসের ফলে অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

অনুপ্রাসের বিভিন্ন রূপ ----

ক) কবিতার এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, পরবর্তী চরণের শেষে সেই একই ধ্বনি থাকলে অনুপ্রাস অলংকার হয় (অন্ত্যানুপ্রাস)। যেমন—

"ভোর হো'ল হিমে নীল রাত।

আলোর আকাশ গঙ্গা ঢালে কত উল্কার প্রপাত।"

প্রথম পংক্তির শেষে আছে 'ত' ধ্বনি, দ্বিতীয় পংক্তির শেষেও আছে 'ত' ধ্বনি।

RITA DEY

খ) একটি ব্যঞ্জনগুচ্ছ যদি সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে একই ক্রমে মাত্র দু'বার ব্যবহৃত হয় তবে অনুপ্রাস অলংকার হয় (ছেকানুপ্রাস)। যেমন—

"ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর

এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।"

---এখানে 'ন্ধ' ধ্বনি গুচ্ছ দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) একটি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি একাধিকবার ধ্বনিত হয়, কিংবা ব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছ যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার ধ্বনিত হয় তবে অনুপ্রাস অলংকার হয় (বৃত্ত্যনুপ্রাস)। যেমন—

"কেতকী কেশরে কেশ পাশ কর সুরভি।"

--- এখানে 'ক' ধ্বনিটি চারবার ধ্বনিত হয়েছে।

ঘ) বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত, বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর উচ্চারণ সমাবেশের ফলে অনুপ্রাস অলংকার হয় (শ্রুত্যনুপ্রাস)। যেমন—

"চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল যেমতি জাহ্নবী।"

--- এখানে চ, ছ, জ --- বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হয়ে শ্রুতিমধুর ধ্বনির সৃষ্টি করেছে।

ঙ) একটি শব্দ যদি বাক্যের মধ্যে দু'বার বসে, এবং তার ফলে যদি শব্দ দুটির অর্থ বদলে না যায় অর্থাৎ অর্থ এক থাকে শুধু তাৎপর্য একটু আলাদা হয়ে যায়, তবে অনুপ্রাস অলংকার হয় (লাটানুপ্রাস)। (বি. দ্র. --- অর্থ বদলে গেলে যমক অলংকার হয়ে যাবে।) যেমন—

RITA DEY

"গাছে গাছে ফুল ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।"

--- এখানে 'গাছে' এবং 'ফুলে' শব্দ দুটি অর্থের পরিবর্তন ছাড়াই দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থালংকার ---- শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তাদের অর্থালংকার বলে। অর্থালংকারের বৈশিষ্ট্য ---

ক) অর্থালংকারের মূল সম্পদ শব্দের অর্থ।

খ) অর্থালংকারে শব্দের বাইরের রূপ বিবেচ্য নয়। অন্তরঙ্গ অর্থই বিবেচ্য। ফলে অর্থ ঠিক রেখে শব্দ বদল করলে অর্থালংকারের ক্ষতি হয় না। যেমন—

"চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে"---

এই কাব্য পংক্তিটিকে যদি এভাবে বলা যায়---

'চোখে তার কৃষ্ণচূড়ার লাল চিতা জ্বলে।'

তা হলেও অর্থালংকার থেকে যায়।

গ) অর্থালংকারের কথা অনেক সময় অতি সাধারণ বলে মনে হলেও ভেতরে থাকে সমুদ্র–গভীরতা।

অর্থালংকারের প্রকারভেদ--- অর্থালংকার পাঁচ প্রকার ---

১। সাদৃশ্যমূলক --- — ক) উপমা খ) রূপক গ) সন্দেহ ঘ) উৎপ্রেক্ষা ঙ) ভ্রান্তিমান চ) অপুহ্নূতি ছ) সমাসোক্তি জ) অতিশয়োক্তি

২। বিরোধমূলক-- ক) বিরোধাভাস

RITA DEY

৩। গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক---- ক) ব্যাজস্তুতি খ) স্বভাবোক্তি

৪। শৃঙ্খলামূলক

৫। ন্যায়মূলক

উদাহরণ সহ সংজ্ঞা লেখো---

উপমা --- একই বাক্যে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হলে উপমা অলংকার হয়। যেমন—

"চঞ্চল আলো আশার মতো

কাঁপিছে জলে---"

উপমেয়- আলো ; উপমান – আশা ; সাধারণ ধর্ম – চঞ্চল ; সাদৃশ্যবাচক শব্দ – মতন । ---- এখানে আশা চঞ্চল, আলো চঞ্চল, আলো ও আশা দুই বিজাতীয় বস্তু। তবু তাদের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। তাই এটি উপমা অলংকার।

উপমেয় = যাকে তুলনা করা হয়।

উপমান = যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সাধারণ ধর্ম = যে ধর্ম বা গুণ বা দোষ উপমেয় এবং উপমান দুটি ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে। অর্থাৎ যে সাধারণ ধর্মের সাহায্যে তুলনা করা হয় বা সাদৃশ্য দেখানো হয়।

তুলনাবাচক শব্দ = যে বিশেষ শব্দের সাহায্যে তুলনা করা হয়। যেমন— মত, সম, হেন, সদৃশ, তুল্য, ন্যায়, বৎ, যথা, প্রায়, তুল, মতন, যেমতি, যেমন, যেন, যৈছে, জাতীয়,

RITA DEY

পারা, প্রমাণ, প্রতিম, কল, ভীতি, রীতি, সমতুল --- ইত্যাদি। উপমা অলংকারকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন,----

ক) পূর্ণোপমা খ) লুপ্তোপমা গ) মালোপমা ঘ) স্মরণোপমা---- ইত্যাদি।

ক) **পূর্ণোপমা** : যে উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ--- চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে, তাকে **পূর্ণোপমা** অলংকার বলে। যেমন,---

"রাজ্য তব স্বপ্ন সম

গেছে ছুটে।"

---- এখানে, উপমেয়- রাজ্য, উপমান- স্বপ্ন, সাধারণ ধর্ম- ছুটে যাওয়া এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ- সম।--- এখানে উপমার চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে বর্তমান। এবং 'রাজ্য' ও 'স্বপ্ন' দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য একেই বাক্যে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য এখানে **পূর্ণোপমা** হয়েছে।

খ) **লুপ্তোপমা** : যে উপমা অলংকারে একমাত্র উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গের একটি, দুটি, এমনকি তিনটিই লুপ্ত থাকে, তাকে **লুপ্তোপমা** অলংকার বলে। যেমন,----

"পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে

নাটোরের বনলতা সেন।"

----- এখানে উপমেয়- চোখ, উপমান- পাখির নীড়, সাদৃশ্যবাচক শব্দ- মতো এবং সাধারণ ধর্ম- অনুপস্থিত। তাই এখানে **লুপ্তোপমা** অলংকার হয়েছে।

RTADEY

গ) **মালোপমা :** যে উপমা অলংকারে একটি মাত্র উপমেয় এবং একাধিক উপমান থাকে, তাকে **মালোপমা** অলংকার বলে। যেমন,---

"তোমার সে-চুল

জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন।"

---- এখানে **উপমেয়**- চুল ; **উপমান**- সূতা, মেঘ ; **ও সাদৃশ্যবাচক** শব্দ- মতো, মতন। তাই এখানে **মালোপমা** অলংকার হয়েছে।

ঘ) **স্মরণোপমা :** যে উপমা অলংকারে কোন বস্তুর অনুভব থেকে তৎসদৃশ অন্য কোনো বস্তুর স্মৃতি মনে জেগে উঠে, তবে তাকে **স্মরণোপমা** অলংকার বলে। যেমন,--

"কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে

নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।।"

--- এখানে **উপমেয়**- কালা, **উপমান**- 'জল', **সাধারণ ধর্ম**- 'কাল'। এখানে কাল জল দেখে বর্ণ সাদৃশ্যের জন্য (শ্রীমতী রাধার) কালার (কৃষ্ণ) কথা মনে জেগে উঠেছে, তাই এটি **স্মরণোপমা** অলংকার হয়েছে।

রূপক অলংকার ---- যে অর্থালংকারে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে রূপক অলংকার বলে। যেমন—

"এমন মানব জমিন রইল পতিত

আবাদ করলে ফলতো সোনা---"

RITA DEY

---- এখানে উপমেয় – মানব, উপমান – জমিন, উপমেয় মানবের সঙ্গে উপমান জমিনের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। ক্রিয়াপদ হল 'আবাদ করা'। এই ক্রিয়াপদটি উপমান জমিনের অনুগামী। তাই এটি **রূপক** অলংকার।

রূপকের প্রকারভেদ : ক) নিরঙ্গ রূপক ; খ) সাঙ্গ রূপক গ) পরম্পরিত রূপক ঘ) অধিকার রূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক

ক) নিরঙ্গ রূপক অলংকার : যে রূপক অলংকারে একটি বিষয় বা উপমেয়ের উপর একটি বা একাধিক বিষয়ী বা উপমানের অভেদ আরোপ হয়, তাকে **নিরঙ্গ রূপক** অলংকার **বলে।**

অথবা

যে রূপক অলংকারে একটি মাত্র উপমেয় ও একটি বা একাধিক উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে **নিরঙ্গ** রূপক অলংকার বলে। **যেমন,---**

ক) "এমন মানব জমিন রইল পতিত

আবাদ করলে ফলত সোনা।"

------ এখানে উপমেয়- একটিই 'মানব' এবং উপমানও একটি– 'জমীন'। এখানে উপমেয় 'মানবে'র এবং উপমান 'জমীনে'র মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, তাই এটি **নিরঙ্গ রূপক** অলংকার।

খ) "অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী

তুমি অন্তরব্যাপিনী।

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,

একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে

একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে

চারিদিকে চির যামিনী।”

--- এখানে উপমেয় একটি- ‘অন্তর মাঝে তুমি’ এবং উপমান একাধিক- ‘নয়নে স্বপ্ন’, ‘বৃন্তে পদ্ম’, ‘গগনে চন্দ্র’-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। উপমেয় একটি এবং উপমান একাধিক হওয়ার জন্য এটি **নিরঙ্গ রূপক অলংকার**।

নিরঙ্গ রূপক অলংকার আবার দুই প্রকার---

ক) কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকার এবং খ) মালা নিরঙ্গ রূপক অলংকার

ক) কেবল নিরঙ্গ রূপক : যে রূপক অলংকারে একটি বিষয় বা উপমেয়ের উপর একটি বিষয়ী বা উপমানের অভেদ আরোপিত হয়, তাকে **নিরঙ্গ রূপক** অলংকার **বলে**।

অথবা

যে রূপক অলংকারে একটি মাত্র উপমেয় ও একটি উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে **কেবল নিরঙ্গ** রূপক অলংকার বলে। **যেমন,---**

“এমন মানব জমিন রইল পতিত

আবাদ করলে ফলত সোনা।”

------ এখানে উপমেয়- একটিই ‘মানব’ এবং উপমানও একটি– ‘জমীন’। এখানে উপমেয় ‘মানবে’র এবং উপমান ‘জমীনে’র মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, তাই এটি **কেবল নিরঙ্গ রূপক** অলংকার।

RITA DEY

খ) মালা নিরঙ্গ রূপক : যে রূপক অলংকারে একটি বিষয় বা উপমেয়ের উপর একাধিক বিষয়ী বা উপমানের অভেদ আরোপিত হলে, তাকে **মালা নিরঙ্গ রূপক** অলংকার **বলে।**

অথবা

যে রূপক অলংকারে একটি মাত্র উপমেয় ও একাধিক উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে **মালা নিরঙ্গ রূপক** অলংকার বলে। **যেমন,---**

"অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে
চারিদিকে চির যামিনী।"

--- এখানে উপমেয় একটি- 'অন্তর মাঝে তুমি' এবং উপমান একাধিক- 'নয়নে স্বপ্ন', 'বৃন্তে পদ্ম', 'গগনে চন্দ্র'-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। উপমেয় একটি এবং উপমান একাধিক হওয়ার জন্য এটি **মালা নিরঙ্গ রূপক অলংকার।**

খ) সাঙ্গ রূপক অলংকার : যে রূপক অলংকারে অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের (বিষয়ের) উপর অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের (বিষয়ীর) অভেদ আরোপিত হয় **সাঙ্গ রূপক** অলংকার হয়।

অথবা

RITA DEY

যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমেয়ের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, এই প্রক্রিয়াকে **সাঙ্গ রূপক** অলংকার বলা হয়। যেমন,----

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;

শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে

বামাকুল ; মুক্তকেশ ; মেঘমালা ;.....।"

--- এখানে, মূল উপমেয়- 'শোক', মূল উপমান- 'ঝড়' ; মূল উপমেয়- শোকের অঙ্গ---- 'বামাকুল', 'মুক্তকেশ'। মূল উপমান- ঝড়ের অঙ্গ---- 'সুরসুন্দরী' (বিদ্যুৎ), 'মেঘমালা'। এখানে অঙ্গ সমেত উপমেয় এবং উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে বলে **সাঙ্গ রূপক** অলংকার হয়েছে।

সাঙ্গ রূপক অলংকার দুই প্রকার।--- ক) সমস্তবস্তুবিষয়ক **সাঙ্গ রূপক** অলংকার এবং খ) একদেশবিবর্ত্তি **সাঙ্গ রূপক** অলংকার।

ক) **সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক অলংকার** : রূপক অলংকারে যে সমস্ত উপমানগুলি আরোপিত হয়, তাদের সবগুলি যদি শব্দ প্রয়োগে প্রকাশিত হয়, তবে **সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক অলংকার** হয়। যেমন,

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;

শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে

বামাকুল ; মুক্তকেশ ; মেঘমালা ;.....।"

RITA DEY

--- এখানে, মূল উপমেয়- 'শোক', মূল উপমান- 'ঝড়' ; এখানে, শোকের সঙ্গে ঝড়ের রূপক হয়েছে। শোকের আশ্রয় বা আধার বামাকুল এবং মুক্তকেশ শোকের অন্যতম প্রকাশচিহ্ন, তাই এটি **সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক** অলংকার হয়েছে।

খ) **একদেশবিবর্ত্তি সাঙ্গ রূপক অলংকার** : রূপক অলংকারে ব্যবহৃত উপমানগুলি কোনোটি বা কোনো কোনোটি যদি ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়ে, অর্থে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়, তবে তাকে **একদেশবিবর্ত্তি সাঙ্গ রূপক** অলংকার বলে। যেমন,---- "নীল পাহাড়ের ফুল দানিতে প্রফুল্ল জাফ্ রাণীস্থান।"--- এখানে নীল পাহাড়কে ফুলদানি করা হয়েছে। ফুলদানিতে ফুল থাকে। কাজেই জাফ্ রাণীস্থানে ফুল আরোপ করা হয়েছে। প্রফুল্ল শব্দটি সেই নির্দেশই দিচ্ছে। কবি 'ফুল' শব্দটি ব্যক্ত করেননি। কিন্তু অর্থে বোঝা গেল।

গ) **পরস্পরিত রূপক অলংকার** : যদি একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ে তার উপমানের আরোপের কারণ হয়, তবেই হয় **পরস্পরিত রূপক অলংকার**। যেমন,--- "বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।"--- এখানে 'দয়া'কে জগদ্ধাত্রী বলা হয়েছে, এই কারণে জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহকে বীর্যে আরোপিত করে রূপক অলংকার করা হয়েছে। কাজেই সমগ্রটি **পরস্পরিত রূপক অলংকার**।

ঘ) **অধিকার রূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার** : উপমানে কোনো অসম্ভব ধর্মের কল্পনা করে যদি সেই অসম্ভব ধর্ম যুক্ত উপমানটিকে উপমেয়ে আরোপ করা হয়, তবে **অধিকার রূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার** হয়। যেমন,---"তুমি অচপল দামিনী।"--- এখানে উপমেয়- তুমি, উপমান- দামিনী ; দামিনীর উপর একটি অসম্ভব ধর্মের আরোপ করা হয়েছে। দামিনী সাধারণত চপল, কবি অচপলতার বৈশিষ্ট্য তার উপর আরোপ করেছেন, তাই এটি **অধিকার রূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক** অলংকার হয়েছে।

রূপক অলংকারের বৈশিষ্ট্য ---

ক) রূপক অলংকারে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়।

খ) অভেদ কল্পনা করা হয় বলে এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকে না।

গ) ক্রিয়াপদ হয় উপমানের অনুগামী।

ঘ) উপমেয় বাক্য মধ্যে থাকে, তবে উপমেয়ের চেয়ে উপমানই বেশি গুরুত্ব পায়।

সন্দেহ --- যে অলংকারে উপমেয় এবং উপমানের দুটি ক্ষেত্রেই সমান সংশয় থাকে, তাকে বলে সন্দেহ অলংকার। যেমন—

"দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুর মূল ?

অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল ?"

---- এখানে উপমেয় – প্রাসাদের সারি ; উপমান – তরুর মূল এবং মনের ভুল। সংশয়বাচক শব্দ – অথবা / কি । কবি বুঝতে পারছেন না যে, তিনি যা দেখছেন তা প্রাসাদের সারি না কি তরুর মূল, না কি সবটাই তাঁর মনের ভুল। উপমেয় ও উপমান দুটি ক্ষেত্রেই সংশয়। তাই এটি সন্দেহ অলংকার।

সন্দেহ অলংকারের বৈশিষ্ট্য ---

ক) সাদৃশ্য ফলেই সংশয় ঘটে থাকে।

খ) উপমেয় এবং উপমান দুটি ক্ষেত্রেই সংশয় ঘোঁতে।

গ) সংশয়ের প্রকাশ হয় সাধারণত প্রশ্নের আকারে।

RTA DEY

ঘ) কবিত্বের গুণে উপমেয় এবং উপমান এই দুটির মধ্যে যে কোনটি সত্য তা ঠিক বোঝা যায় না।

ঙ) উপমেয় বাক্যের মধ্যে না-ও থাকতে পারে। উপমান দিয়ে উহ্য থাকা উপমেয়ের ভাবটি বোঝা যায়।

চ) বাক্যের আদিতে উপমেয় ও উপমান উভয় ক্ষেত্রেই সংশয় থাকে। তবে শেষের দিকে উপমান উপমেয়ের বোধটি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে আভাসিত হয়।

ছ) সন্দেহ অলংকারে বিভিন্ন সংশয়বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন— কি, কিংবা, নাকি, অথবা --- ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা ---- গভীর সাদৃশ্যের জন্য যদি উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। যেমন—

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

--- এখানে উপমেয় - পূর্ণিমা-চাঁদ ; উপমান - ঝলসানো রুটি। পূর্ণিমার চাঁদেও কলঙ্ক থাকে, ঝলসানো রুটিতেও থাকে পোড়া দাগ, নিকট সাদৃশ্যের জন্য কবির পূর্ণিমারচাঁদকেও ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়েছে। তাই এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের বৈশিষ্ট্য --

ক) কাব্য পংক্তিতে ব্যবহৃত উপমেয় ও উপমান দুটি বোঝা যায়।

খ) উপমেয় ও উপমানে প্রবল সাদৃশ্য থাকে।

RITA DEY

গ) প্রবল সাদৃশ্যের জন্যে উপমেয়কে উপমান বলে ভ্রম হয়, অর্থাৎ বোঝা কঠিন হয় বাক্যে উপমেয়টি সত্য না উপমানটি সত্য।

ঘ) 'যেন', 'বুঝি', 'মনে', 'হয়', 'প্রায়', 'সদৃশ', 'তুল্য', 'গণি', 'বৎ' ; ---- ইত্যাদি সংশয়বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ঙ) উপমান উপমেয়ের চেয়ে উজ্জ্বলতর রূপে অংকিত হয়।

ভ্রান্তিমান – গভীর সাদৃশ্যবশতঃ যদি উপমেয়কে উপমান বলে ভ্রম হয় এবং ভ্রমের প্রতিক্রিয়া দেখান হয় তবে ভ্রান্তিমান অলংকার হয়। যেমন—

"তোমার মুখে গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো,

কমল বলে ভুল করে সে স্পর্শ ছড়ালো।"

উপমেয় – মুখ ; উপমান – কমল। উপমেয় – মুখ, তা সুন্দর। উপমান – কমলও সুন্দর। প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ মুখকে কমল বলে ভুল হয়েছে। এবং কমল বলে ভুল হয়েছে বলেই মুখে ভ্রমর এসে বসেছে। মুখে ভ্রমর এসে বসার মধ্যে কোন কবিত্ব নেই। মুখ এবং কমলকে এক বলে মনে হওয়াই কবিত্ব। তাই এটি ভ্রান্তিমান অলংকার।

ভ্রান্তিমান অলংকারের বৈশিষ্ট্য –

ক) উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল ভ্রম হয় এবং এই ভ্রমের প্রতিক্রিয়াজাত কাজটি দেখানো হয়।

খ) এই ভ্রম বাস্তবজগতের ভ্রম নয়, কবি-কল্পনার চমৎকারিত্ব।

RITA DEY

অপহ্নুতি --- যদি উপমেয়কে নিষিদ্ধ করে বা অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তবে অপহ্নুতি অলংকার হয়। যেমন—

"চোখে চোখে কথা নয়গো বন্ধু আগুনে আগুনে কথা।"

উপমেয় – চোখ ; উপমান – আগুন। অস্বীকৃতিবাচক শব্দ 'নয়'। এখানে উপমেয় চোখ–কে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ চোখে চোখে কথা নয়, তাহলে তা কী ? উপমান আগুনে আগুনে কথা। উপমান প্রতিষ্ঠিত হল আর উপমেয় হল অস্বীকৃত। তাই এটি অপহ্নুতি অলংকার।

অপহ্নুতি অলংকারের বৈশিষ্ট্য ---

ক) অপহ্নুতি অলংকারে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ) অস্বীকৃতিবাচক শব্দ দু'ধরণের ; ১) না, নহে, নয়, নাই --- ইত্যাদি।

২) ব্যাজ, ছলনা, ছল --- ইত্যাদি।

গ) অপহ্নুতি অলংকারে উপমেয় এবং উপমানের তুলনা করা হয়, ও এই তুলনার মধ্য দিয়েই সঞ্চারিত হয় কাব্যসৌন্দর্য।

সমাসোক্তি --- উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপিত হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। অচেতন (উপমেয়) বস্তুর উপর চেতন (উপমান) বস্তুর ধর্ম আরোপিত হলে তবেই সমাসোক্তি অলংকার হয়। যেমন—

"শুনিতেছি আজও আমি প্রাতে উঠিয়াই,

'আয়, আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।"

RT A DEY

কান্না মানুষের ধর্ম। মানুষ উপমান, কিন্তু এখানে উহ্য। মানুষের ধর্মটি সানাইয়ের ওপর আরোপিত হয়েছে। সানাই অচেতন বস্তু। তাই এটি সমাসোক্তি অলংকার।

সমাসোক্তি অলংকারের বৈশিষ্ট্য --

ক) সমাসোক্তি অলংকারে উপমান সচেতন বস্তু বা মানুষ বলে বিবেচিত হয়। আর উপমেয় হয় অচেতন বস্তু।

খ) উপমান অর্থাৎ সচেতন বস্তু বা মানুষের গুণ অচেতন উপমেয়ের ওপর আরোপিত হয়।

গ) কদাচিৎ ক্ষেত্রে চেতন বস্তুর ওপর অচেতনের ব্যবহার আরোপিত হয়। যেমন—

"পূর্বজন্মে নারী রূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবন বনে সৌন্দর্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি।"

--- কুসুমিত ও বিকশিত হওয়া লতার ধর্ম। এখানে নির্জীব লতার ধর্মটি সজীব কবির ওপর আরোপিত হয়েছে। তাই এটিও সমাসোক্তি অলংকার।

অতিশয়োক্তি --- উপমেয় ও উপমানের অভেদত্বের জন্যে যদি উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে তবে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। --- এখানে উপমানই সর্বেসর্বা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে উপমেয় সাধারণত উল্লিখিত হয় না। যেমন—

"হায় সূর্পণখা
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী,

PIA DEY

কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা

এ ভুজগে।”

--- এখানে উপমান – ভুজগ ; উপমেয় – লক্ষ্মণ (উহ্য)

সূর্পণখা পঞ্চবটী বনে ভুজগ সাপ দেখেনি। দেখেছিল লক্ষ্মণকে, লক্ষ্মণের রূপে সে মুগ্ধ হয়েছিল। সেই ঘটনাপ্রবাহের ধাক্কাতেই রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণবংশ ধ্বংস হতে বসেছে। তাই রাবণ এই আক্ষেপোক্তি করেছেন। এখানে উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করে ফেলেছে। তাই এটি অতিশয়োক্তি অলংকার হয়েছে।

অতিশয়োক্তি অলংকারের বৈশিষ্ট্য --

ক) উপমেয় ও উপমানের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য থাকে। ফলে এদের পার্থক্য ধরা যায় না। উপমেয় ও উপমানকে অভেদ বলে মনে হয়।
খ) উপমান উপমেয়ের স্থান অধিকার করে। উপমেয় বিলুপ্ত হয়।
গ) একমাত্র উপমানই উল্লিখিত হয়।
ঘ) উপমানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন—

“মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ অনলে আজ

ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন গর্জিলা দুমরাজ।”

উপমেয় – উহ্য ; উপমান – পতঙ্গপাল । লক্ষণীয় যে, দুমরাজ নিশ্চয়ই মারাঠার পতঙ্গপালকে জীবন পণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেননি। তিনি সৈন্যবাহিনীকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। এখানে সৈন্যবাহিনী উপমেয়টি উহ্য আছে। কিন্তু ‘পতঙ্গপাল’ উপমানটি সর্বেসর্বা হয়েছে। সুতরাং উপমেয় সৈন্যবাহিনী কথাটি উহ্য

রেখে উপমান পতঙ্গপালকে সর্বেসর্বা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এটি অতিশয়োক্তি (অতিশয় + উক্তি) অলংকার হয়েছে।

২। বিরোধমূলক অলংকার ---

ক) **বিরোধাভাস** --- দুটি বস্তুর যদি আপাত বিরোধ থাকে কিন্তু প্রকৃত বিরোধ না থাকে তবে বিরোধাভাস অলংকার হয়।

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ

মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

প্রাণ যদি মৃত্যুহীন হয় তবে মরণে তা দান করার প্রশ্নই ওঠে না। আপাত বিচারে কথাটি অর্থহীন। কিন্তু গূঢ়ার্থ হল কার্যের মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন। তাই আপাত বিরোধ থাকলেও প্রকৃত বিরোধ নেই বলে পংক্তি দুটি বিরোধাভাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়েছে।

বিরোধাভাস অলংকারের বৈশিষ্ট্য --

ক) দু'টি বস্তুর মধ্য দিয়ে বিরোধাভাস সৃষ্টি হয়।
খ) দু'টি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ থাকে।
গ) আপাত বিরোধ থাকলেও প্রকৃত বিরোধ থাকে না।
ঘ) বিরোধাভাস কাব্য-সৌন্দর্যের লক্ষণ। বিরোধাভাসের মধ্য দিয়ে যে সত্য ফুটে ওঠে তাঁর কাব্য সৌন্দর্য হয় অতুলনীয়।

৩। গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলংকার ----

RTADEY

ব্যাজস্তুতি – প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা অথবা নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা বোঝালে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়। যেমন—

"অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।"

---এখানে দুটি পংক্তিরই বাইরের অর্থ নিন্দামূলক। অন্নপূর্ণা বলছেন তাঁর স্বামী শিব বৃদ্ধ এবং নেশাভাঙ করেন, তাঁর কোন গুণ নেই কেবল কপালে আগুন আছে।--- কিন্তু এর ভেতরের অর্থ প্রশংসামূলক। শিব নির্গুণ, তাঁর কপালের আগুন আসলে তৃতীয় নেত্রের অগ্নি। এখানে নিন্দার ছলে প্রশংসা করা হয়েছে। তাই এটি ব্যাজস্তুতি অলংকার।

ব্যাজস্তুতি অলংকারের বৈশিষ্ট্য --

ক) প্রশংসার ছলে নিন্দা করা হয়।

খ) নিন্দার ছলে প্রশংসা করা হয়।

গ) বাইরের অর্থ ও ভেতরের অর্থের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

ঘ) বক্রোক্তি বা শ্লেষের ভাব মিশে থাকে।

শব্দালংকার ও অর্থালংকারের পার্থক্য ----

	শব্দালংকার	অর্থালংকার
১	শব্দালংকার ধ্বনি বা শব্দের অলংকার।	অর্থালংকার অর্থের অলংকার।

RITA DEY

২	শব্দালংকারে থাকে ধ্বনি-সুষমা।	অর্থালংকারে থাকে অর্থ-সুষমা।
৩	শব্দ বদলে দিলে শব্দালংকার আর শব্দালংকার থাকে না।	শব্দ বদলে দিলেও অর্থালংকার থেকে যায়। অর্থের পরিবর্তন ঘটলে অর্থালংকার আর অর্থালংকার থাকে না।
৪	শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে।	অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

RITA DEY

.....